**অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলা একাডেমি চত্বর, ঢাকা, শনিবার, ১৯ মাঘ ১৪২০, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

কূটনীতিকবর্গ,

বাংলা একাডেমির শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক, সম্মানিত ফেলো ও সদস্যবর্গ,

ফেলোশিপপ্রাপ্ত অতিথি পার্থপ্রতিম মজুমদার,

লেখক-প্রকাশক-সাংবাদিকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

দ্রোহের দীপাবলি জ্বেলে বছর ঘুরে আবার এসেছে অমর একুশ। বাঙালি জাতির চেতনার উৎস। মায়ের ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা আরও অনেক বীর বাঙালির রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার রাজপথ। এর মধ্য দিয়েই সূচিত হয় ঔপনিবেশিক-স্বৈরতান্ত্রিক ও পশ্চাদগামী পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর নিগড় ভেঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বিশ্ব ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্ত্বার একটি স্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করে দেয়। আমি আজ বিনম্র শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা সকল বীর ভাষাশহীদকে।

 গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে জন্ম হয় স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের। যিনি কারাগারে থেকেও ভাষা আন্দোলনের পরিকল্পনায় অংশ নেন।

আমি স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ, সম্ভ্রমহারানো দু'লাখ মা-বোন এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিহত সকল শহীদকে।

সুধিমন্ডলী,

মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অবদান অনস্বীকার্য। ‘‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' এই দাবিটি পাকিস্তানের গণপরিষদ অধিবেশনে প্রথম তুলেছিলেন কুমিল্লা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও তমুদ্দন মজলিস যৌথভাবে ‘‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'' গঠন করেন। পরিষদ সভায় ১১ মার্চকে ‘‘বাংলাভাষা দাবী দিবস'' ঘোষণা করে ওইদিন ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। বঙ্গবন্ধু সারাদেশ সফর করে ছাত্র জনতাকে দাবী আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেন।

১১ মার্চ ধর্মঘট চলাকালে সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধু অনেক নেতাকর্মীসহ গ্রেফতার হন। এরপর আন্দোলন দানা বেধে উঠলে ১৫ই মার্চ মুক্তি পান বঙ্গবন্ধু। ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমাবেশ হয়। সভা শেষে শোভাযাত্রা সহ আইন পরিষদে গিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন করা হয়। এরপর সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে অনেক বাঙালি নেতাই খাজা নাজিমুদ্দিন সরকারের সাথে আপস করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষার দাবীতে অটল থেকে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। জাতির পিতা ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পেলেও আবার ১৯ এপ্রিল তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ৫২'র ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু কারাগারেই অনশন শুরু করেন। ছাত্র জনতার আন্দোলনের স্পৃহা তীব্রতর হয়। এইভাবেই আন্দোলনের পথ ধরে একুশে ফেব্রুয়ারির সৃষ্টি হয়। বাঙালি জাতি তার মাতৃভাষার অধিকার ফিরে পায়। বঙ্গবন্ধু ২৭ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে মুক্তি পান। ভাষা আন্দোলনের এই সাফল্যই স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে।

সুধিবৃন্দ,

মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ফসল হিসেবে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১৬ নম্বর দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গড়ে ওঠে বাংলা একাডেমি। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ছয় দশক ধরে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা এবং বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বাঙালি জাতিসত্ত্বা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক হয়ে উঠে। বাঙালির এই অনন্য বাতিঘর বাংলা একাডেমির প্রতি তাই শত্রুদের ছিল অপরিসীম আক্রোশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী কামানের গোলার আঘাতে জর্জরিত করেছিল আমাদের এই প্রাণের প্রতিষ্ঠানটিকে। সব বাধা, ধ্বংসযজ্ঞ উপেক্ষা করে শিখা অনির্বাণের মত সদা জাগরুক থেকে বাংলা একাডেমি বাঙালি কৃষ্টি ও মননকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা নবম জাতীয় সংসদে ‘‘বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩'' পাশ করেছি। এই আইনের মাধ্যমে বাংলা একাডেমির কার্যপরিধি বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

গতবছর গ্রন্থ মেলায় দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা এবছর থেকে এই বইমেলাকে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছি। এর ফলে অধিক সংখ্যক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকাশনা জগতে পেশাদারিত্ব বাড়বে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের স্থান এবং ৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের স্থান-সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিস্তারের মধ্য দিয়ে একুশে গ্রন্থমেলার সাথে সংযোগ ঘটেছে স্বাধীনতার চেতনার।

এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উৎসর্গ করা হয়েছে সদ্য প্রয়াত ভাষা সৈনিক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। আমি বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণায় আমৃত্যু নিবেদিত প্রাণ এই মহান ভাষা সৈনিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা স্বপ্ন দেখতেন এমন এক দেশের যেখানে বাঙালি মাথা উঁচু করে বাঁচবে। নির্ভয়ে নিজের ভাষার চর্চা করবে। লালন করতে পারবে নিজ সংস্কৃতিকে। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেয়ার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও সরকার প্রধান হিসেবে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে যাচ্ছি। এখন আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিলাভের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

আমরা '৯৬ সরকারের সময় মহান একুশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিয়ে যাই। প্রবাসী বাঙালিদের সহায়তা এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তৃক ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালির একুশের চেতনা।

যখন দেখি সুদূর প্রবাসে শত ব্যস্ততার মধ্যেও সেখানে বসবাসরত ও অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা মহান একুশ উদ্‌যাপন করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় তখন মনের মধ্যে অন্যরকম এক শক্তি কাজ করে। মনে হয় যত চেষ্টাই করুক না কেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোন অপশক্তিই এদেশে আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

সুধিমন্ডলী,

একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত নতুন নতুন বইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন জ্ঞানকোষের সর্ব সাম্প্রতিক ধারায় যুক্ত হতে পারব ঠিক তেমনি গ্রন্থ বিপণন ও বাণিজ্য আমাদের অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করবে। গ্রন্থমেলা প্রাঙ্গণে বাংলা একাডেমির মাসব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের চেতনাকে করবে ঋদ্ধ।

প্রথমবারের মত বাংলা একাডেমি একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। আমি এবারের বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সমাগত সুধী,

লেখক ও প্রকাশকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। বর্তমান সরকার গ্রন্থ প্রকাশনা সহজ করার স্বার্থে একটি ‘‘জাতীয় গ্রন্থনীতি'' প্রণয়নে কাজ করছে। একই সাথে আমরা প্রকাশকদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকাশক পল্লী ও প্রকাশকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।

একটি জাতির মনন ও চিন্তার বিকাশে লেখক ও প্রকাশকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নতুন প্রজন্মকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে এবং সংস্কৃতিমনা করে তুলতে আপনাদেরকেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি আপনাদের আরও বেশি সংখ্যায় মননশীল এবং গভীরতাসম্পন্ন রচনা উপহার দেওয়ার আহ্বান জানাই। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বসভায় আমাদের সমৃদ্ধ সাহিত্যকে উপস্থাপনেরও আহ্বান জানাই।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে তিন খন্ডে বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি, এই অভিধানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও বিকাশে লেখক প্রকাশকদের আরও সক্রিয় ভূমিকা আমরা প্রত্যাশা করি। সকল জাতিসত্ত্বার ভাষা এবং সংস্কৃতিই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব সংরক্ষণে আমাদের সবাইকে আরও যত্নবান হতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতার আদর্শকে লালন করে সরকার বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বস্তরে শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চাকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট রয়েছে।

আমরা গত কয়েক বছরের মত এবারও বছরের শুরুতেই মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর হাতে বিনা মূল্যে ৩০ কোটি পাঠ্যবই তুলে দিয়েছি। একইসাথে আমাদের প্রতিশ্রুতি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে আমরা ই-বুক প্রচলন করেছি। এর মাধ্যমে আমরা বইকে আরও সহজলভ্য করেছি। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে অনেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ই-বুক প্রকাশে এগিয়ে আসছে। এতে বিশ্বব্যাপী বাংলা সাহিত্যের পাঠক সৃষ্টি হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা একটি সমৃদ্ধ-সংস্কৃতিবান-মননশীল-আধুনিক সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

প্রিয় সুধী,

আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন করেছি। একাত্তরের ঘৃণ্য ঘাতক, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। বিচারের রায় বাস্তবায়নও শুরু হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলার মাটিতে এই অপশক্তির কোন ঠাঁই   হবে না।

সকল অপশক্তিকে রুখতে বাংলা সাহিত্য-চর্চা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাঙালি চেতনাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি বাংলা একাডেমিসহ সমাজ গঠনমূলক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

সুধিমন্ডলী,

আপনাদের সকলের আকাঙক্ষা ও একান্ত ইচ্ছার প্রেক্ষিতে, আপনাদের সকলের সমর্থনে আমরা তৃতীয় মেয়াদে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। দেশ পরিচালনায় আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এই প্রত্যাশা করে আমি অমর ‘‘একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৪'' এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---